AKASHVANI (AIR)

RNU : KOLKATA

Bengali Text Bulletin

Date: 27.07.2024 Time: 7-50 P.M.

বিশেষ বিশেষ খবর –

১) নীতি আয়োগের বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জীর মাইক্রোফোন অফ করে দেওয়ার অভিযোগকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক চাপানউতোর তুঙ্গে।

মুখ্যমন্ত্রীর এই অভিযোগ অস্বীকার করেছে কেন্দ্র।

গোটা ঘটনাই মুখ্যমন্ত্রীর পরিকল্পিত বলে দাবি করেছে রাজ্যের বিরোধীরা।

২) পাঁচটি জেলায় ডেঙ্গুর প্রকোপ বাড়লেও, এনিয়ে আশঙ্কার কোন কারণ নেই বলে রাজ্য সরকার জানিয়েছে।

৩) প্রবীণ আর এস পি নেতা, রাজ্যের প্রাক্তন কারা ও সমাজ কল্যাণমন্ত্রী বিশ্বনাথ চৌধুরী প্রয়াত।

oooooooooooooooooooo

নীতি আয়োগের গর্ভনিং কাউন্সিলের বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জীর মাইক্রোফোন অফ করে দেওয়ার অভিযোগকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক চাপানউতোর তুঙ্গে। মুখ্যমন্ত্রীর এই অভিযোগ কেন্দ্র অস্বীকার করেছে। অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমনও বলেছেন, মমতা ব্যানার্জীর অভিযোগ ঠিক নয়। চাইলেই তিনি বক্তব্য দীর্ঘ করতেই পারতেন।

দিল্লি থেকে বিকেলে কলকাতায় ফিরে মুখ্যমন্ত্রী দাবি করেন, বারবার বেল বাজিয়ে তাঁকে থামতে বলা হয়েছে, যা অত্যন্ত অপমানজনক।

(বাইট – Mamata at Kolkata)

এর আগে কেন্দ্রের তরফে বলা হয়, পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রীর মাইক্রোফোন বন্ধ করে দেওয়ার কথা ঠিক নয়। তাঁর বলার সময় শেষ হয়ে গেছে বলে ঘড়িতে দেখানো হয়েছিল। তবে, বেল বাজেনি।

সরকারের বক্তব্য, রাজ্যের নামের আদ্যক্ষর অনুযায়ী মধ্যাহ্নভোজের পর মমতা ব্যানার্জীর বলার কথা ছিল। কিন্তু তাড়াতাড়ি ফিরে যেতে হবে বলে আগে বলতে দেওয়ার জন্য তিনি অনুরোধ করায় সপ্তম বক্তা হিসেবে তাঁকে বলার সুযোগ দেওয়া হয়।

কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমণও মুখ্যমন্ত্রীর অভিযোগ খন্ডন করে বলেন, প্রত্যেক মুখ্যমন্ত্রীকেই বলার জন্য নির্দিষ্ট সময় দেওয়া হয়েছিল।

(বাইট – Nirmala on Mamata)

আজ নীতি আয়োগের বৈঠক ২ ঘণ্টা চলার পরই বেরিয়ে আসেন মুখ্যমন্ত্রী। রাষ্ট্রপতি ভবনের বাইরে সাংবাদিকদের কাছে ক্ষোভ উগড়ে দিয়ে তিনি বলেন, বিরোধী দলগুলির মুখ্যমন্ত্রীর মধ্যে একমাত্র তিনিই বৃহত্তর স্বার্থে এই বৈঠকে যোগ দিয়েছিলেন। কিন্তু তাঁকে পাঁচ মিনিটও বলতে দেওয়া হয়নি। অন্ধ্রপ্রদেশ, আসাম সহ বিভিন্ন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীরা অনেকক্ষণ বলার সুযোগ পেলেও, মাত্র পাঁচ মিনিট বলার পরই তাঁর মাইক বন্ধ করে দেওয়া হয়।

মুখ্যমন্ত্রীর নীতি আয়োগের বৈঠক থেকে বেরিয়ে যাওয়া পুরোপুরি রাজনৈতিক এবং কেন্দ্র বিরোধিতা বলে বিজেপি দাবি করেছে। দলের রাজ্য মুখপাত্র ও রাজ্যসভার সাংসদ শমীক ভট্টাচার্যের অভিযোগ, পরিকল্পিতভাবে রাজনৈতিক প্রতিবাদ জানাতে বৈঠকে এসেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী ।

(বাইট – শমীক)

প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি অধীর রঞ্জন চৌধুরীও বলেছেন, মুখ্যমন্ত্রীর বৈঠকে যাওয়া এবং বেরিয়ে আসা, সবটাই আগে থেকে তৈরি করা ছিল।

(বাইট – অধীর)

সি পি আই এম রাজ্য সম্পাদক মহম্মদ সেলিম বলেছেন, সত্যই যদি মুখ্যমন্ত্রীর মাইক্রোফোন বন্ধ করে দেওয়া হয়ে থাকে, তবে তা অপমানজনক। সকলেরই তার প্রতিবাদ করা উচিত। কিন্তু মুখ্যমন্ত্রী নিজেও রাজ্যের বিরোধীদের ক্ষেত্রে একই কাজ করেছেন।

(বাইট – সেলিম)

oooooooooooooooooooo

গঙ্গা ও তিস্তার জলের সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গের স্বার্থ জড়িয়ে থাকলেও বাংলাদেশের সঙ্গে জল বন্টন চুক্তি নিয়ে আলোচনায় রাজ্যকে অন্ধকারে রাখা হচ্ছে বলে মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জী কেন্দ্রের বিরুদ্ধে অভিযোগ করেছেন। দিল্লি থেকে ফিরে আজ কলকাতা বিমানবন্দরে সাংবাদিকদের তিনি বলেন, এনিয়ে তাঁর আপত্তির কথা কেন্দ্রকে জানিয়েছেন তিনি। বাংলাকে ভাগ করার চক্রান্ত চলছে বলে এদিনও অভিযোগ করেন মুখ্যমন্ত্রী।

এদিকে, বাংলাভাগের চক্রান্তের অভিযোগে সি পি আই এম আজ গড়িয়া মোড় থেকে যাদবপুর পর্যন্ত মিছিল করেন। অংশ নেন সুজন চক্রবর্তী, বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্য, সৃজন ভট্টাচার্য প্রমুখ।

সুজন চক্রবর্তী বলেছেন, উত্তরবঙ্গকে উত্তর-পূর্ব ভারতের সঙ্গে জুড়তে চাইছেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি, কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার। কিন্তু এই দাবি বিপজ্জনক। বিজেপি সাংসদ নিশিকান্ত দুবে সংসদে দাঁড়িয়ে যা বলেছেন, তা কার্যত লর্ড কার্জনের বঙ্গভঙ্গের স্মৃতিকেই উস্কে দিয়েছে।

oooooooooooooooooooo

পশ্চিমবঙ্গে লোকসভা ভোট পরবর্তী হিংসা নিয়ে প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি অধীররঞ্জন চৌধুরী রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মূকে চিঠি দিয়েছেন। আজ এক সাংবাদিক বৈঠকে তিনি জানান, মূর্শিদাবাদ সহ গোটা রাজ্যে কংগ্রেস কর্মীরা শাসক দলের হাতে আক্রান্ত হচ্ছে। তৃণমূল কংগ্রেস এতো আসনে জেতার পরেও সন্ত্রাস বন্ধ হয়নি। হুমকি দিয়ে ভয় দেখিয়ে দলবদল করানো হচ্ছে। রাষ্ট্রপতির কাছে রাজ্যের এই বাস্তব চিত্রই তুলে ধরতে চেয়েছেন তিনি।

oooooooooooooooooo

রাজ্যের পাঁচটি জেলায় ডেঙ্গুর প্রকোপ বাড়লেও এনিয়ে আশঙ্কার কোনো কারণ নেই বলে রাজ্য সরকার জানিয়েছে। গতবছরের তুলনায় চলতি বর্ষায় এখনো পর্যন্ত ডেঙ্গু সংক্রমণ কম রয়েছে বলে একটি পরিসংখ্যান পেশ করে স্বাস্থ্য দপ্তর জানিয়েছে। জুলাই মাসের কুড়ি তারিখ পর্যন্ত এ রাজ্যের ডেঙ্গু সংক্রমণ দেড় হাজার ছাড়িয়েছে। সংক্রমনের শীর্ষে রয়েছে উত্তর ২৪ পরগনা। সেখানে মোট আক্রান্তের সংখ্যা ২৬৮। দ্বিতীয় স্থানে থাকা মালদায় ২৩০ জন ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হয়েছেন। মু র্শিদাবাদের ২২৪ জনের ডেঙ্গু সংক্রমনের খবর পাওয়া গেছে। এছাড়া হুগলিতে ১৮১ কলকাতায় ১৫২ জন এ পর্যন্ত ডেঙ্গু জ্বরে আক্রান্ত হয়েছেন। ডেঙ্গু প্রতিরোধে স্বাস্থ্য দপ্তর স্থানীয় পুরসভা এবং পঞ্চায়েতগুলিকে সঙ্গে নিয়ে লাগাতার অভিযান চালাচ্ছে। আশা কর্মীদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে সচেতনতা প্রচার এবং রোগ নির্ণয়ের কাজ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এছাড়া এলাকায় এলাকায় সচেতনতা শিবিরেরও আয়োজন করা হচ্ছে।

oooooooooooooooooooo

পুরুলিয়ায় ম্যালেরিয়ার আক্রান্ত ১৬৬ জন । উদ্বেগ বাড়িয়েছে জেলা স্বাস্থ্য দপ্তরেরও । খবর পেয়েই আজ পুরুলিয়ার বলরামপুর ব্লকের বাঁশগড় প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে গিয়ে পরিস্থিতি খতিয়ে দেখেন জেলা মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক ডাঃ অশোক বিশ্বাস । প্রায় ৫০ জন ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত চিকিৎসাধী ।

ডাঃ অশোক বিশ্বাস বলেন, গত বছরের তুলনায় ম্যালেরিয়ার আক্রান্তের সংখ্যা জেলায় বেড়েছে । সবচেয়ে বেশি আক্রান্ত হয়েছে বলরামপুর ব্লকে । স্বাস্থ্য দপ্তরের পক্ষ থেকে বিশেষ ব্যবস্থা করা হয়েছে । গ্রামে গ্রামে অস্থায়ী শিবির করা হচ্ছে । পরিস্থিতি আপাতত নিয়ন্ত্রণে রয়েছে ।

oooooooooooooooooooo

কলকাতায় গত বছরের জুলাই মাসের তুলনায় এবছর এখনো পর্যন্ত ডেঙ্গু ও ম্যালেরিয়ায় আক্রান্তের সংখ্যা অনেকটাই কম বলে পুরসভার স্বাস্থ্য বিভাগ সূত্রে জানা গেছে। কলকাতার মেয়র ফিরহাদ হাকিম বলেন, এখনও ১০০ শতাংশ মানুষের মধ্যে ডেঙ্গু ম্যালেরিয়া প্রতিরোধ সম্পর্কে সচেতনতা তৈরি হয়নি। মশাবাহিত রোগ সম্পর্কে মানুষকে সচেতন করতে পুরসভার তরফ থেকে নানাভাবে প্রচার চালানো হচ্ছে বলেও মেয়র জানিয়েছেন।

oooooooooooooooooooo

রাজ্যের প্রাক্তন কারা ও সমাজকল্যাণ মন্ত্রী বিশ্বনাথ চৌধুরী প্রয়াত। কলকাতার এসএসকেএম হাসপাতালে আজ সকালে তাঁর জীবনাবসান হয়। বয়স হয়েছিল ৮৩ বছর। দীর্ঘদিন ধরে ক্যান্সারে ভুগছিলেন তিনি। আর এস পি-র কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য ও প্রাক্তন রাজ্য সম্পাদক বিশ্বনাথ

চৌধুরী, বালুরঘাট কেন্দ্র থেকে ৭ বার বিধানসভায় নির্বাচিত হয়েছিলেন। ১৯৮৭ থেকে ২০১১ পর্যন্ত তিনি ছিলেন রাজ্যের কারা ও সমাজ কল্যাণ মন্ত্রী।

দুপুরে মরদেহ বিধানসভায়মালা নিয়ে যাওয়া হলে মালা দিয়ে শ্রদ্ধা জানান, অধ্যক্ষ বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়, তৃণমূল কংগ্রেস এর দেবাশীষ কুমার, বিজেপির মনোজ ওঁরাও, বিশাল লামা প্রমুখ।

এরপর শেষ শ্রদ্ধা নিবেদনের জন্য মরদেহ নিয়ে যাওয়া হয় আর এস পি -র রাজ্য দপ্তরে। মালা দেন বামফ্রন্ট চেয়ারম্যান বিমান বসু, RSP র সর্বভারতীয় সম্পাদক মনোজ ভট্টাচার্য সহ নেতা কর্মীরা।

মনোজবাবু জানিয়েছেন বালুরঘাটে শেষকৃত্য হবে আগামীকাল।

(বাইট – মনোজবাবু)

সেখান থেকে শেষকৃত্যের জন্য মরদেহ বালুরঘাটে নিয়ে যাওয়া হয়। বিশ্বনাথ চৌধুরীর প্রয়াণে মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি এক্স হ্যান্ডেলে গভীর শোক প্রকাশ করেছেন। তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে রাজ্য সরকারের সমস্ত কার্যালয়ে আজ অর্ধদিবস ছুটি ঘোষণা করা হয়।

প্রাক্তন কারা ও সমাজকল্যাণ মন্ত্রীর প্রয়াণে সিপিআইএম রাজ্য সম্পাদক মহম্মদ সেলিম, গভীর শোক প্রকাশ করে বলেছেন, বামফ্রন্ট সরকারের জনমুখী কর্মকান্ড এবং বামপন্থী আন্দোলনকে এগিয়ে নিয়ে যেতে তাঁর অবদান ভোলার নয়।

oooooooooooooooooooo

দমদম কেন্দ্রীয় সংশোধনাগারে বিনা চিকিৎসায় বন্দি মৃত্যুর অভিযোগ উঠেছে। রাজ দত্ত নামে বছর ২০-র ওই যুবকের পরিবারের অভিযোগ, গতকাল আদালতে তোলার সময় রাজ অত্যন্ত অসুস্থ ছিল। কিন্তু তার চিকিৎসা করায়নি কারা কর্তৃপক্ষ। বাগুই আটির অর্জুনপুরের একটি খুনের মামলায় রাজ সহ ১৯ জনকে গ্রেফতার করা হয়। মিথ্যা মামলায় রাজকে ফাঁসানো হয় বলেও অভিযোগ পরিবারের। দমদম সংশোধনাগারের গেটের সামনে আজ বিক্ষোভ দেখান তার পরিবারের সদস্যরা।

দমদম থানার পুলিশ একটি অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা রুজু করেছে।

oooooooooooooooooooo

ooooooooooooooooo

ooooooooooooooooooo